দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

11

এবার ফতোয়ায় স্কুল বন্ধ!

শওকত মিলটন, বরিশাল থেকে

বরিশাল সদর থানার ৫টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন বন্ধের মুখে। তথাকথিত আলেমরা ফতোয়া দিয়েছে, ব্রাক প্রতিষ্ঠিত ঐ

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

এবার ফতোয়ায়

প্রথম পাতার পর

স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করলে ছেলেমেয়েরা খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। ব্রাকের কর্মকর্তারা কাফের আর যে সব অভিভাবক ব্রাকের স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়েদের পাঠাবে তারা ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ফলে স্কুলগুলো এখন প্রায় ছাত্রশূন্য।

ব্রাক রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়নের কড়াপুর গ্রামে ২টি, ধর্মাদি গ্রামে ২টি এবং রায়পাশা গ্রামে ১ টি স্কুল চলতি বছরের নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহে স্থাপন করে। স্কুল শুরু হবার পর থেকেই ধর্মাদি কওমী মাদ্রাসা নামের একটি মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হকের নেতৃত্বে শুরু হয় অপপ্রচার। ডিসেম্বরে দ্বিতীয় সপ্তাহে ঐ মাদ্রাসায় ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তথাকথিত আলেমরা ব্রাকের স্কুলে পড়লে খ্রীষ্টান হয়ে যাবে বলে অপপ্রচার চালায়। এর কয়েক দিন পরে কে বা কারা রাতের আঁধারে একটি স্কুলের সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলে। ফলে স্কুলগুলোতে এখন ছাত্রছাত্রী আসছে না। গ্রামে ছাড়া হচ্ছে 'তানজীবে আহলে হক" নামে একটি সংগঠনের লিফলেট। যাতে বলা হচ্ছে, বিশ্বব্যাপী খ্রীষ্টান এনজিওদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হও'।

প্রাক্তন চেয়ারম্যান আঃ মান্নান মিয়া জানান, গত সোমবার মীরাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত ওয়াজ মাহফিলে ফতোয়া দিয়েছে, ব্রাকের স্কুলে খ্রীষ্টান হবার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। তিনি স্বীকার করেন, ব্রাকে কি শিক্ষা দেয়া হয় তা তিনি জানেন না। এলাকাবাসী জানায়, ব্রাকের পাঠ্যক্রমে তারা খ্রীষ্টান বানাবার কিছু না দেখলেও আলেমদের ফতোয়ার কারণে ছেলেমেয়েদের ব্রাকের স্কুলে পাঠাতে পারছে না।